Sanatan Dharma

সংক্ষিপ্ত শিব পূজা পদ্ধতি

যে কোন পূজা সংক্ষিপ্ত ভাবে করতে গেলেও কমপক্ষে সর্বপ্রথমেই নিম্নলিখিত পদ্ধতি গুলি সর্ব পূজা বিধির জন্য প্রযোজ্য, তাই সর্বপ্রথমেই নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক পদ্ধতিগুলি প্রত্যেকের শিখে রাখা অতি প্রয়োজন ।
আচমন :- কোশাকুশি থেকে কুশি সাহায্যে জল নিয়ে সেই জল বাম হাতের তালুতে ধারণ করে -ডান হাতের মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠ একসঙ্গে স্পর্শ করে বাম হাতের তালু থেকে জল নিয়ে মুখে প্রথমে তিনবার জলের ছিটা দেবে । তারপর হাত ধুয়ে মুখ মুছে হাত জোড় করে আচমন মন্ত্র বলিবে।
" ওঁ বিষ্ণু- ওঁ বিষ্ণ- ওঁ বিষ্ণু- ওঁ তদ্ বিষ্ণু পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় দিবিব চক্ষু রাততম্ ||"
পরে হাত জোড় করে :- ওঁ শঙ্খ চক্র ধরং বিষ্ণু দ্বিভূজং পীতবাসম্ ||
তারপর আবার হাত জোড় করে :-

"ওঁ নমঃ অপবিত্র পবিত্রবা সর্বাবস্থাং গতো হপিবা
যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্য অভ্যন্তরং শুচি ||"

গন্ধাদির অর্চনা :- "এতভ্যো গন্ধ্যাদিভ্য নমঃ"
[এই মন্ত্র পাঠ করে কোশার ওপর ফুল বেল পাতা চন্দন নিয়ে সমস্ত উপাচারে তিনবার জলের ছিটা দেবে]
সূর্যার্ঘ্য :- [কুশীর মধ্যে দূর্বা , চন্দন, পুষ্প , জল, ফুল, বেলপাতা দুহাতে ধরিয়া বলিবে]
"ওঁ নমঃ বিবস্বতে ব্রহ্মনে ভাস্বতে বিষ্ণ তেজসে জগৎ সবিত্রে সূচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে ইদম্ অর্ঘ্যং ওঁ নমঃ ভগবতে সূর্যায় নমঃ ||"
জল তাম্র পাত্রে ফেলে দিয়ে হাতজোড় করে বলো
"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাসং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম ধন্তারিম সর্বপাপঘনং প্রনতোহস্মি দিবাকরম ।। "
জল শুদ্ধি :- [একটি ত্রিকোণমন্ডল আকিয়া তার ওপর চতুষ্কোণ একে কোশায় জল ভরিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা করিয়া বলো] -
"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরী জলে হস্মিন সন্নিধিং কুরু ||"
এই মন্ত্রপাঠ করার পর জল স্পর্শ করিয়া "ওঁ" মন্ত্র 10বার জপ করিবে ||
(এরপর 10বার গায়ত্রী মন্ত্র)
আসন শুদ্ধি :- [আসনের নিচে ত্রিকোণমন্ডল আঁকিয়া তার উপর একটি ফুল দিয়া বলিবে]

"ওঁ আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ"

আসনে যেখানে ফুল দেওয়া হয়েছে সেখানে ধরে বলিবে -
" ওঁ আসন মন্ত্রস্যা মেরুপৃষ্ট ঋষি: সুতলং চান্দ কুম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগে" -
"ওঁ পৃথ্বিত্বয়া ধৃতা লোকা তঞ্চ ধারয় মং নিত্যং পবিত্রং কুরু আসনম ||"
তারপর হাত জোড় করে বামদিকে ঝুঁকে বলো - ওঁ গুরুবে নমঃ , ডানদিকে ঝুঁকে বলো - ওঁ গণেশায় নমঃ, মাথার ওপর হাত রেখে বলো - ওঁ ব্রহ্মনে নমঃ, নিচের

দিকে হাত জোড় করে বলো - ওঁ অন্ততায় নমঃ , বুকের মাঝে হাত জোড় করে বলো - ওঁ নারায়নায় নমঃ- ওঁ সত্য নারায়নায় নমঃ

পুষ্প শুদ্ধি:- পুষ্প পাত্রের উপর হাত রেখে বলো -

“ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুস্পে সুপুষ্প পুষ্প সম্ভবে পুষ্প চয়াবকির্নে চ ওঁ ফট স্বহা ||”

কর শুদ্ধি:- একটি রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া " ওঁ " মন্ত্রে কর দ্বারা পেষণ করিয়া " হসৌঁ" মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশানকোণে ফেলিবে।।

অঙ্গন্যস ক্রম:- আং হৃদয়ায় নমঃ |
ঈং শিরসে স্বহাঃ |
উং শিখায়ে বষট্ |
ঐং কবচায় হূং |
ওঁ নেত্রাভ্যং বষট্
আং করতল পৃষ্ঠাভ্য মন্ত্রায় ফট্ |

করন্যাস :- আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ
ঈং তর্জনীভ্যং স্বহা
উং মধ্যমাভ্যং বষট্
ঐং অনামিকাভ্যং হূং
ওঁ কনিষ্ঠাভ্যং বষট্
আং করতল পৃষ্ঠাভ্য মন্ত্রায় ফট্ ||

[তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা বামহস্তের তলদেশে করতল ধ্বনি করিবে]

দ্বারদেবতার পূজা :- পুস্প নিয়ে " এতে গন্ধপুষ্প ওঁ দ্বারদেবতাভ্যং” বলিয়া পুষ্প দ্বারে ফেলিতে হবে ।

ভূতাপসারন :- এই মন্ত্র বলিবার সময় আতপ চাল মাথার চারদিকে ছিটাইবে এবং নিচের মন্ত্র বলিবে।

" ওঁ অপসর্পন্তু যে ভূতা যে ভূতা ভূমি সংস্থিতা যে ভূতা বিঘ্ন কর্তারস্তে নাশ্যন্তু শিবজ্ঞয়া ।”

[এরপর মস্তকের উপর তিনবার 'ফট ' মন্ত্র বলে করতালি দিয়া ভূত অপসারন ও তুড়ি দ্বারা দশ দিক বন্ধন করিবে।]

চন্দন লিপ্ত করিয়া একটা একটা করে সাদা দুর্গা পুষ্প নিয়ে নিচের প্রতিটি মন্ত্র প্রতিবার বলে পূজার তামার পাত্রে দাও:-

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গনেশায় নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূর্যায় নমঃ (সাদা দুর্গা পুষ্প এর সঙ্গে লাল জবা পুষ্প দাও)
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গায় নমঃ (সাদা দুর্গা পুষ্প এর সঙ্গে লাল জবা পুষ্প দাও)
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্ণু দেবায় নমঃ (সাদা দুর্গা পুষ্প এর সঙ্গে তুলসীপত্র দাও)
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবায় নমঃ (বেলপত্র এর সঙ্গে ধুতরা ফুল দাও)
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুবে নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহভ্য নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি দশদিক পালেভ্য নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে সর্বভ্যে দেবেভ্য নমঃ
এতে গন্ধপুস্পে সর্বভ্যে দেবীভ্য নমঃ

এতে গন্ধপুস্পে বাস্তুপুরুষ দেবোয় নমঃ
এতে গন্ধপুস্পে দ্বারদেবতায় নমঃ
{ বিশেষ নির্দেশ:- এবার মূল যে দেবতার পূজা করা হবে তার মন্ত্র বলে নিচের পূজা করতে হবে(উদাহরণ স্বরূপ- যেমন গুরুপূজা করতে হলে “ওঁ গুরুবে নমঃ “বলতে হবে / আবার শিব পূজা করতে হলে “ওঁ শিবায় নমঃ” বলতে হবে / আবার গনেশ পূজা করতে গেলে “ওঁ গনেশায় নমঃ” বলতে হবে) ----------- প্রতিটি দেবে/দেবীর পূজা এই সংক্ষিপ্ত পূজা পদ্ধতিতে পূজা করা যাবে কিন্তু এই নিচের উপাচার পূজা একমাত্র মূল যে দেবে/দেবীর পূজা করা হবে -সেক্ষেত্রে সেই দেবে বা দেবীর মন্ত্র বলতে হবে বাকি পদ্ধতি সব একই থাকবে |
নিচে শিব পূজার উদাহরণ স্বরূপ পূজার একটা সংক্ষিপ্ত পূজা পদ্ধতি এখানে দেওয়া হচ্ছে-- এই একই পদ্ধতি প্রতিটি দেবতার বা দেবীর সংক্ষিপ্ত পূজা পদ্ধতির জন্য প্রয়োগ হবে শুধুমাত্র সেই দেবতার বা দেবীর বলতে হবেবাকি সমস্ত পদ্ধতিটি একই থাকিবে সর্বক্ষেত্রে | }
সংক্ষিপ্ত শিব পূজা পদ্ধতি
মূল দেবতার মূল উপচার পূজা :- (শিবপূজা) [তিন বার শিবগায়ত্রী মন্ত্র জপ]
(যে দেবতার পূজা করা হবে সেই দেবতার গায়ত্রী বলতে হবে গায়ত্রী জানা না থাকলে সেই দেবতার মন্ত্র বলতে হবে যেমন এক্ষেত্রে “ওঁ শিবায় নমঃ”)
" এতদ্ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ | " (পাত্রে একটু জল দিবে)
" ইদম্ অর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ | " (শঙ্খ এ জল নিয়ে আরতির মত করে দেখোবে)
" ইদম্ আচমনীয়ং জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ | " (পাত্রে একটু জল দেবে)
"এস মধুপর্ক ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ | " (দধি, ঘী, মধু জল পাত্রে দাও -না থাকিলে চন্দন জল পাত্রে দাও)
(নিচের মন্ত্র গুলি পাঠ করিতে করিতে দুধ বা জল দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইতে করাইতে উচ্চারণ করিবে)
" এতদ্ স্নানীয় জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ " ।
"ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ || "
" ওঁ সর্বায় ক্ষিতি মূর্তয়ে নমঃ "
" ওঁ ভবায় জল মূর্তয়ে নমঃ "
" ওঁ রুদ্রায় অগ্নি মূর্তয়ে নমঃ "
" ওঁ উদ্রায় বায়ু মূর্তয়ে নমঃ "
" ওঁ ভীমায় আকাশ মূর্তয়ে নমঃ "
" ওঁ পশুপত্রয়ে জজমান মূতয়ে নমঃ "
" ওঁ মহাদেবায় সোমে মূর্তয়ে নমঃ "
" ওঁ ইশানায় সূর্য মূর্তয়ে নমঃ "
ওঁ নমঃ শিবায় ওঁ নমঃ শিবায় ওঁ নমঃ শিবায় ।।
তারপর পুনরায়:-----
এষ গন্ধ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (শিবলিঙ্গে চন্দনের ছিটা দেবে)
এতদ্ পুষ্পং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (লিঙ্গে বা পাত্রে 3 বার পুষ্প দাও)
এষ ধূপ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (আরতির মত করে কমপক্ষে 3 বার ধূপ দেখোবে)
এষ দীপ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (আরতির মত করে দীপ দেখোবে)
ভোগ নিবেদন :-
ওঁ এতস্মৈ সোপকরন্মায় নম: (ভোগ থালার উপর জলের ছিটা

দাও)

এতে গন্ধপুষ্প ওঁ এতস্মৈ সোপকরন্মায় নম: (নৈবেদ্যে উপর পুষ্প দাও)

ওঁ অমৃতপস্তরন মসি স্বহা (তাম্রপাত্রে জল দাও)

ইদম্ আচমনীয় জলং ওঁ শিবায় নমঃ (তাম্রপাত্রে জল দাও)

ইদম্ পানার্থ জলং ওঁ শিবায় নমঃ (গ্লাসে খাবার জল দাও এবং দশবার "ওঁ" মন্ত্র জপ কর)

এষ সোপকরন ফলং মিষ্টি নৈবেদ্যং পঞ্চ প্রনয় স্বহা ওঁ নমঃ শিবায় নিবেদয়ামি।

(এবার হাতে গ্লাসের মত করে কোথা থেকে কুশীতে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে জল দেবে)

তারপর দরজা বন্ধ করে বাইরে যেতে হবে অথবা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে এবং মনে মনে "ওঁ" মন্ত্র জপ করা উচিত - তারপর পুনরায় চোখ খুলে বা ওই ঘরে প্রবেশ করে নিচের পদ্ধতিটি করতে হয়.

ইদম্ পুনরাচমনীয়ং জলং ওঁ শিবায় নমঃ (তাম্রপাত্রে জল দাও)

এরপর সমস্ত প্রনাম মন্ত্র ,স্তোত্র , শ্লোক পাঠ করে, প্রনাম করে পূজা শেষ করিবে।

ধায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভ্যং
চারু চন্দ্রাবত্যং সম রত্না কল্পোউজ্জ্লাং
পরশুমৃগবরা ভীতিহস্তং প্রসন্নম্ |
পদ্মাসীন সমন্তাৎ স্তূত মমরগনৈ ব্যাঘ্র কৃত্তিং বসানম
বিশ্বদং বিশ্ববীজং নিখিল ভয় হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ || (৩ বার শিব গায়ত্রী)

তারপর নীচের মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে জোড় হাতে প্রনাম করিবে ।

"নমস্তেতং বিরুপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্র হস্তায় বৈ নমঃ
নমঃ ত্রিশূল হস্তায় দন্ড পাশাসিপানয়ে
নমঃ স্ত্রৈলোক্য নাথায় ভূতানাং গতয়ে নমঃ
নমঃ শিবায় শান্তায় কারন্এয় হে তবে নিবেদয়ামি
চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর তামস্যে ত্বং গতি
পরমেশ্বর তামস্যে ত্বাং মহাদেবে লোকানাং
গুরু মিস্বম্ পুংসাম পূর্ণ কামনাং কামপুরামরক্ষিণং
নমঃ শিবায় শাস্তায় সর্ব পাপং হরায়ঃ চ নমঃ শিবায় নমঃ ||
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ||

দেবী প্রণাম:- শরনাগত দীনার্ত পরিত্রনায় পরায়নে সর্ব স্বার্তে হরে দেবী নায়ায়নী নমস্তুতে ||

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি

[এরপর শিবলিঙ্গ নাড়া দাও, ভোগ থালা ও জল পাত্র নাড়া দাও]

ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ [দশবার মন্ত্র জপ]

শেষে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তিনবার শঙ্খধ্বনি করিবে

সংক্ষিপ্ত শিবপূজাপদ্ধতি এখানেই সমাপ্ত

সংক্ষিপ্ত পূজা পদ্ধতির প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর সূচি

1. পূজার জন্য একটি তাম্রপাত্র + জলে ধোয়ার জন্য আরেকটা পাত্র

Published on: Sep, 27 2022 16:44

2. পূজা করার জন্য বসার আসন
3. কোশাকুশী
4. প্রদীপ (তৈলপ্রদীপ অথবা কর্পূর প্রদীপ এবং তারসামগ্রী)
5. ধুপ দানী + ধুপ + ম্যাচিস
6. চামর
7. জলশঙ্খ + বাজানো শঙ্খ= মোট দু'প্রকারের 2টি শঙ্খ
8. আরতি করার জন্য বস্ত্র(সালু কাপড় বা যেকোনো সাদা বস্ত্র) + হাত মোছার আলাদা গামছা বা বস্ত্র
9. পঞ্চশস্য + হরতিকী +পঞ্চশস্য রাখার একটা পাত্র
10. মধুপর্ক (দুধ, দই, ঘি, মধু , দেশী চিনি)
11. ঘন্টা
12. চন্দন পিড়ি ও চন্দন কাঠ+ঘষাচন্দন
13. ফুল (দুর্গা, জবা, ধুতুরা ফুল অন্যান্য ফুল)
14. দূর্বা, বেলপাতা, তুলসী পাতা
15. নৈবেদ্য (ফল- মিষ্টি নিয়ে কমপক্ষে পাঁচ রকমের)
16. আতপ চাল + তিল
17. গঙ্গা জল + পরিষ্কার জল + গঙ্গা জল এর একটা পাত্র+ পরিষ্কার জল এর একটা পাত্র
18. জল রাখার আলাদা ঘটি
19. দেবতাকে জল পান করার গ্লাস
20. দেবতাকে প্রসাদ নিবেদন করার আলাদা থালা
21. পুষ্প রাখার একটা পাত্র
22. বেল পাতা +তুলসী পাতা +দূর্বা রাখার একটা পাত্র
23. আতপ চাল + তিল + ঘষাচন্দন রাখার একটা পাত্র
24. মধুপর্ক তৈরি করার জন্য আলাদা পাত্র
25. তেল এবং সিন্দুরের মিশ্রিন সঙ্গে পাত্র (গোপীচন্দন- আলাদা পাত্র গোপীচন্দন থাকলে ভালো)